رَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "**রাত্তিলিল কুরআনা তারতীলা**"।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

১। এবং কোরআন আবৃত্তি করো তারতীল (ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে) করে করে।

يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾

হে বস্ত্রাবৃত! সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ১

قُمِ ٱلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٢﴾

রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ২

نِّصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ﴿٣﴾

অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প । সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৩

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿٤﴾

অথবা তদপেক্ষা বেশি । আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে; সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৪

إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴿٥﴾

আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী । সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৫

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿٦﴾

To learn more click here

অবশ্য দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক । সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৬

إِنَّ لَكَ فِى اَلنَّهَارِ سَبْحَاً طَوِيلاً ﴿٧﴾

দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা । সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৭

وَاَذْكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿٨﴾

সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও । সূরা আল মুজ্জাম্মিল ৭৩ঃ ৮

২। অতএব যতটুকু সহজ কোরআন থেকে পাঠ করো।

فَاَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلواَةَ وَاَتُواْ اَلزَّكَواةَ وَأَقْرِضُواُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴿٢٠﴾

অতএব যতটুকু সহজ কোরআন থেকে পাঠ করো এবং সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে করজ (ঋণ) দাও উত্তম করজ। সূরা আল মুজ্জাম্মেল ৭৩: ২০

<u>বুখারী শরীফ:</u>

হযরত আনাস রা:কে রাসূলুল্লাহর কোরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন: নবী সাঃ শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রহমান ও রহিম শব্দকে মাদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।

<u>মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি:</u>

হযরত উম্মে সালামাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: নবী সা: এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থাকতেন। যেমন: الحمد لله رب العالمين পড়ে থাকবেন, তারপর الرحمن الرحيم পড়ে থাকবেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে مالك يوم الدين পড়তেন।

<u>মুসলিম, নাসায়ী:</u>

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামন বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী সা: এর সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম তিনি এমনভাবে তালাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে

To learn more click here

সেখানে তিনি তাসবীহ পড়েছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আসছে সেখানে তিনি দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়ে আসছে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।

মুসনাদে আহমদ, বোখারী:

হযরত আবু যার বর্ণনা করেন যে, একবার রাতের সালাতে নবী সা: কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে, নবী সা: যখন এই আয়াতটির কাছে পৌঁছালেন-

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

'তুমি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।' সূরা আল মায়েদা ৫ঃ ১১৮

তিনি বারবার এই আয়াতটিই পড়তে লাগলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।

হাদীস:

ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, বালু ছিটানোর মত কোরআন তেলাওয়াত কে ছিটিয়ে দিয়ো না। কবিতা পাঠের মত তাড়াতাড়ি করে কোরআন পাঠ করো না। যেখানে বিস্ময়কর আয়াত আছে সেখানে থেমে যাও, যাতে তোমার হৃদয়ে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কেউ তাড়াতাড়ী করে কোন সূরা, কোন পৃষ্ঠা, কোন রুকু, কোন পারা ইত্যাদি খতম করার চেষ্টা করো না।

বোখারী শরীফ:

এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ রা: এর কাছে এসে বললো, আমি গত রাতে মুফাসসাল চাপটার (সূরা কফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) এক রাকাত সালাতে শেষ করেছি। ইবনে মাসউদ রা: বললেন, কবিতা পাঠের মত তাড়াতাড়ি করে কোরআন তেলাওয়াত করো না।

কোরআন তেলাওয়াতের নিয়ম-

১। তাড়াতাড়ি কোরআন পাঠ করো না।

২। বুঝে বুঝে কোরআন তেলাওয়াত করো।

৩। যে আয়াতটি বা আয়াতের অংশ পড়েছো, ভালো করে বুঝে হৃদয়ঙ্গম করো।

To learn more click here

৪। আয়াত বা আয়াতের অংশে আল্লাহ কি বলেছেন গভীরভাবে চিন্তা করো।

৫। দ্রুত গতিতে কোরআন পাঠ করো না।

৬। ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করো।

৭। প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো।

৮। একটি আয়াত বা আয়াতের অংশ পড়ে থেমে যাও, যাতে করে মন এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

৯। আয়াতে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব, গুণাবলীর বর্ণনা থাকলে যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়।

১০। আয়াতে তাঁর রহমতের ও দয়ার বর্ণনা থাকলে, যেন হৃদয়-মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

১১। কোন আয়াতে গজব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয় মন যেন ভয়ে কম্পিত হয়।

১২। কোন আয়াতে কোন কাজ করার নির্দেশ থাকলে, ভাল করে মনে হৃদয়ে গেঁথে নাও কি কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৩। কোন আয়াতে কোন কাজ করতে নিষেধ করলে ভালো করে বুঝে নাও, অন্তরে বুঝে নাও কোন কাজটি করতে নিষেধ করা হলো।

১৪। আয়াতের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করার নাম তেলাওয়াত নয়।

১৫। মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে তা হৃদয় মনে উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা কোরআন শুদ্ধ করে, বুঝে বুঝে, ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করি সালাতে এবং আলাদাভাবে। যা তেলাওয়াত করলাম অন্তরে গেঁথে নেই এবং সে মোতাবেক আমল করি।

আশা করি, কোরআনে বর্ণিত আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে COVID-19 এর আযাব থেকে মুক্তি দিবেন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here